৭.৪. পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান (বচন) কি সম্ভব ? (Is synthetic a-priori knowledge possible ?)

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ, যারা পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানকে সম্ভব বলেন, তাঁদের মতে এপ্রকার জ্ঞান বা বচনের মূলে হচ্ছে 'বৌদ্ধিক পরিজ্ঞান' বা অর্ন্তদৃষ্টি (rational insight)। **এদের মতে, বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান হল পূর্বতোসিদ্ধ বিশ্লেষক, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পরতোসাধ্য সংশ্লেষক, আর বৌদ্ধিক অর্ন্তদৃষ্টিলব্ধ জ্ঞান পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক।** এই তিন রকম জ্ঞানের মধ্যে তৃতীয় প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যথার্থ জ্ঞানের দুটি বৈশিষ্ট্য অত্যাবশ্যক—**অনিবার্যতা** (necessity) এবং **নূতনত্ব** (novelty) এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্যই পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানে উপস্থিত। **বৌদ্ধিক পরিজ্ঞানে, অভিজ্ঞতাদত্ত উপাদানের সঙ্গে বুদ্ধির প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায়** বৌদ্ধিক পরিজ্ঞান বা অর্ন্তদৃষ্টিলব্ধজ্ঞান একই সঙ্গে অনিবার্য সত্য এবং সম্প্রসারণমূলক, অর্থাৎ পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক । বুদ্ধিবাদীদের অভিমত হল—অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা এমন কিছু ধারণা লাভ করি যাদের মধ্যে নিয়ত সাহচর্য থাকে অর্থাৎ যাদের মধ্যে এক অনিবার্য সম্পর্ক থাকে। অভিজ্ঞতালব্ধ ঐ সব ধারণার মধ্যে যে অনিবার্য সম্পর্ক থাকে তা কেবল বৌদ্ধিক অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমেই জানা সম্ভব হয়। যেমন, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 'রঙিন' বলতে কি বোঝায় তা আমরা জানি এবং 'বিস্তারের' ধারণাটিও আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই লাভ করি। ঐ দুটি ধারণা লাভ করার পর শুধুমাত্র বৌদ্ধিক অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে, 'রঙিন বস্তুমাত্রই বিস্তারযুক্ত'। 'সব রঙিন বস্তু বিস্তারযুক্ত' বচনটি একই সঙ্গে অনিবার্য সত্য (পূর্বতোসিদ্ধ) এবং সংশ্লেষক (কেননা 'রঙিন'-এর ধারণা বিশ্লেষণ করে 'বিস্তারের' ধারণা পাওয়া যায় না)। বুদ্ধিবাদীদের মতে, বৌদ্ধিক অর্ন্তদৃষ্টি হল মানবমনের এমন এক স্বাভাবিক সামর্থ্য যার দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, অভিজ্ঞতার জগতের কোন্ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অন্য কোন্ বৈশিষ্ট্যের অনিবার্য সম্পর্ক আছে।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ইম্যানুয়েল কাণ্ট (Kant) পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন বা জ্ঞানের সম্ভাবনা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী জটিল। কান্টের মতে, মানব মনের গঠনগত কাঠামোর জন্যই পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন সম্ভব হয়। বাহ্য সদ্বস্তু থেকে আগত উপাত্ত-রাশিকে (sense-data) আমাদের মন তাদের স্বরূপে গ্রহণ করে না ; মন তার (পূর্বতোসিদ্ধ) আকার (forms) ও প্রকারে (categories) মণ্ডিত করে ঐসব উপাত্তকে গ্রহণ করে। অর্থাৎ জ্ঞান-সৃজনের ক্ষেত্রে আমাদের মন নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়। জ্ঞানের প্রাক্‌শর্তরূপী এইসব আকার ও প্রকারের জন্যই গাণিতিক, জ্যামিতিক ও শুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানের (pure physics) অনেক বচন বা জ্ঞান পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক।

কাণ্ট জ্ঞান-ক্রিয়ার দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন—একটি অনুভবগত দিক বা সংবেদনীশক্তি (sensibility), অন্যটি বুদ্ধিগতদিক বা বুদ্ধিশক্তি (understanding) । বহিস্থ উৎসস্থল থেকে

আগত বিচ্ছিন্ন অনুভবরাশিকে সংবেদনীশক্তি তার অন্তস্যূত দেশ ও কালের আকারে আবদ্ধ করে। দেশ ও কালের আকারে আকারিত হয়েই অনুভবরাশি আমাদের মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। এই দেশ ও কালকেই কাণ্ট 'সংবেদনীশক্তির দুটি আকার' (two forms of sensibility) বলেছেন, যা জ্ঞাতা-মনের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে।

তবে, অসংবদ্ধ অনুভবরাশিকে সম্বন্ধ করলেই জ্ঞান-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না, বুদ্ধিশক্তির পূর্বতোসিদ্ধ প্রকারের দ্বারাও তাদের অর্থকরণের প্রয়োজন হয়। দ্রব্য, গুণ, কারণতা, পরিমাণ ইত্যাদির প্রত্যয়গুলিকে কাণ্ট 'বুদ্ধির পূর্বতোসিদ্ধ প্রকার' (categories of understanding) বলেছেন। দেশ ও কালের আকারের মতো বুদ্ধির এসব প্রকারও আমাদের প্রত্যেক জ্ঞানের পূর্বশর্ত এবং জ্ঞাতা-মনের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে।

কিন্তু এভাবে, মনস্থ আকার ও প্রকারের দ্বারা, আমরা যে জ্ঞান-জগতের রচনা করি, কাণ্টের মতে, তা স্বয়ংসদ্‌বস্তুর (Thing-in itself or Reality as it is) জ্ঞান নয়, তা হল স্বয়ংসদ্বস্তুর আভাসের বা অবভাসের (appearance) জ্ঞান। এই জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ অবভাসিক জগতের, তাই সংশ্লেষক ; অবভাসিক জগতে এই জ্ঞান অনিবার্য সত্য, তাই পূর্বতোসিদ্ধ। স্বয়ংসদ্‌বস্তুকে স্বরূপে জানতে হলে, তার থেকে সৃষ্ট অনুভবরাশিকে অবিকৃতরূপে জানতে হয় ; কিন্তু আমাদের মনের গঠন এমনই যে, ইন্দ্রিয়-পথ দিয়ে যে সব উপাত্ত আমাদের মনে আসে, তাদের মনের পূর্বতোসিদ্ধ আকার ও প্রকারে মণ্ডিত না করে, বিকৃত না করে, জানা সম্ভব হয় না। দেশ ও কালের আকারের মধ্য দিয়ে আমরা অবভাসিক জগতের দেশ ও কাল সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করি তার অনিবার্যতা, সার্বিকতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য থাকলেও সেই জ্ঞান কেবল অবভাসিত জগতেই সত্য হতে পারে ; অবভাসিক জগতের অন্তরালবর্তী সদ্‌বস্তুর জগতে তাদের কোন প্রয়োগ নেই। তেমনি, দ্রব্য, গুণ, কারণতা ইত্যাদি বুদ্ধির প্রকারের মধ্য দিয়ে আমরা যে দ্রব্য ইত্যাদির জ্ঞান লাভ করি, সেসব কেবল অবভাসিক জগতেই সত্য হতে পারে, অবভাসিক জগতের অন্তরালবর্তী বস্তু-স্বরূপের জগতে তাদের কোন প্রয়োগ নেই। এজন্যই কাণ্ট বলেন, যে জগতকে আমরা জানি তা আমাদের মনেরই রচনা, সদ্‌বস্তু থাকলেও তা আমাদের কাছে চিরদিন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable) থেকে যায়।

পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে কাণ্টের উপরোক্ত জ্ঞান-তাত্ত্বিক মতবাদকে দুটি উপমার সাহায্য ব্যাখ্যা করা যায় :

(১) যদি কেউ সব সময় রঙিন চশমা, ধরা যাক লাল চশমা, পড়ে থাকে তাহলে সে জগতের সব কিছুকেই লালরূপে বা লাল-আভা-বিশিষ্টরূপে দেখবে তার ঐ লাল চশমার জন্যে। এমন অবস্থায় স্বভাবতই তার এমন ধারণা হবে যে জগতের সব কিছুই বাস্তবিক লাল। (জগতের সব বস্তুই যে লাল, এমন ধারণা যে সঠিক নয় তখনই জানা যাবে যদি রঙিন চশমাটিকে চোখ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়)। এখানে, 'জগতের সব কিছুই লাল বা লাল আভাযুক্ত' এই জ্ঞানটি রঙিন চশমা পড়া লোকটির কাছে পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক। 'পূর্বতোসিদ্ধ', কেননা ঐ চশমার বৈশিষ্ট্যের জন্য লোকটি যাই দেখুক না কেন তা অনিবার্যরূপে লাল

হবে ; আবার জ্ঞানটি অভিজ্ঞতা নির্ভর হওয়ায় তা সংশ্লেষক—'বস্তুর' ধারণা বিশ্লেষণ করলে 'লালের' ধারণা পাওয়া যাবে না। একইভাবে, দেশ ও কালের দুটি রঙিন চশমা আমাদের মনের সঙ্গে সর্বদা সেঁটে থাকার জন্য (রঙিন চশমাকে চোখ থেকে সরানো গেলেও দেশ-কালের চশমাকে কোনভাবেই সরানো যায় না) জগতের সব কিছুই আমাদের কাছে দৈশিক বিস্তারে ও কালিক পর্যায়ে অনুভূত হবে—দেশ ও কাল অতিরিক্তভাবে বাহ্যসৎ জগতের আসল স্বরূপ আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না।

(২) কোন ধীবর (জেলে) এক ইঞ্চি ব্যবধান-ছাঁদ-বিশিষ্ট একটি জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেলে তার জালে কেবল এক ইঞ্চির বড় মাছগুলি ধরা পড়বে, এক ইঞ্চির ছোট মাছগুলি জালের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে নদীতেই থাকবে। এমন অবস্থায়, ধীবরটির জালের বিশেষ গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এবং সেই গঠন-ছাঁদের সঙ্গে জালে ধরা পড়া (এবং না পড়া) মাছের যে সম্বন্ধ সে বিষয়ে কোন বোধ না থাকলে, স্বভাবতই তার মনে হবে 'নদীর সব মাছই ১ ইঞ্চির বড়, ১ ইঞ্চির ছোট মাছ নদীটিতে নেই।' 'নদীর সব মাছ ১ ইঞ্চির বড়', ধীবরের এই জ্ঞানটি এখানে পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক। জালের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য জ্ঞানটি অনিবার্য সত্য অর্থাৎ পূর্বতোসিদ্ধ ; আবার 'মাছের' ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে 'আয়তনের' ধারণা পাওয়া যায় না বলে জ্ঞানটি সংশ্লেষক। তবে, প্রকৃত পক্ষে ধীবরের ঐ জ্ঞানটি ঐ বিশেষ রকমের জালে ধরা পড়া মাছের জগতেই সত্য, নদীর মাছের ক্ষেত্রে জ্ঞানটি প্রযোজ্য নয়। নদীর মাছের স্বরূপ এখানে তার কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। একইভাবে, ইন্দ্রিয়শক্তির আকার ও বুদ্ধির প্রকারের মধ্য দিয়ে জগতের যে রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে, তা কেবল দেশ-কালের আকার ও বুদ্ধির প্রকারের জগতেই সত্য, আকার ও প্রকারের বাইরে জগতের আসল স্বরূপটা কেমন তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

সমালোচনা

পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে কাণ্টের উপরোক্ত মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা—

(১) দেশ ও কাল যদি কেবলমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের দুটি আকার হয়, বাহ্যসদ্‌বস্তুতে 'দেশ' ও 'কাল' বলে যদি কিছু না থাকে, তাহলে বস্তুসত্তা (সদ্‌বস্তু) আমাদের কাছে চিরকাল অজ্ঞাতই থেকে যাবে। পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এমন সংশয়বাদের অবতারণা মূল বিষয়টিকে আরো জটিল করে, ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(২) সদ্‌বস্তু প্রসঙ্গে 'অজ্ঞাত' ও 'অজ্ঞেয়' শব্দ দুটির প্রযোগও সঠিক হয়নি। 'অজ্ঞাত' অর্থে 'আংশিকরূপে জ্ঞাত', কিন্তু 'অজ্ঞেয়' বলতে বোঝায় 'এমন বিষয় যার সম্বন্ধে কোন বোধই সম্ভব নয়'। বাহ্য সদ্‌বস্তুকে 'অজ্ঞাত' বলার মধ্যে কোন দোষ নেই, কেননা তা আংশিকরূপে জ্ঞাত। কিন্তু যা সঠিক অর্থে 'অজ্ঞেয়' তা যে 'আছে' অর্থাৎ 'অস্তিত্বশীল' এমন বলাও যায় না। কাজেই, 'সদ্‌বস্তু আছে কিন্তু অজ্ঞেয়', কাণ্টের এই কথাটি অর্থহীন। যাকে 'আছে' বলে জানা গেছে তা অজ্ঞেয় নয় ; যা অজ্ঞেয় তাকে 'আছে' বলাও যায় না।

(৩) 'আমরা কেবল অবভাস জানি, বস্তুস্বরূপ জানি না,' কাণ্টের এ-কথাও অর্থহীন। সত্তা ও তার আভাস দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তারা উভয়ে মিলে সম্পূর্ণ সত্তা। প্রকাশকে জানা গেলে তাই সত্তাকেও জানা হয়, যদিও আংশিকভাবে। আভাস ও সত্তার মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে কাণ্ট তাঁর মতবাদে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন।

(৪) অবভাসিক জগৎ মনের যে গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে সেইসব বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন সম্ভব, এবং সেক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনশীল আকার প্রকারগুলি আর জ্ঞান-সৃজনে আবশ্যিক থাকে না। মনের আকার ও প্রকারগুলি আবশ্যিক না হলে পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানও সম্ভব হয় না।

এইসব দোষের জন্য বুদ্ধিবাদীদের অনেকেই পূর্বতোসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান সম্পর্কে কাণ্টের অভিমতকে সমর্থন করেননি। এইসব বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ অবভাস ও বস্তুসত্তার মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করলেও বস্তুস্বরূপের জগৎকে 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' বলেন না।